



বাংলাদেশ গ্যাস ফিন্ডস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
ওয়েলফেয়ার বিভাগ
www.bgfcl.gov.bd

নম্বর: ২৮.১০.১২১৩.০০০.০৪২.০৯.০০০১.২৬.৭৫

তারিখ: ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩
০১ জুলাই ২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ/অগ্রিম প্রদান।

কোম্পানির “গৃহনির্মাণ অগ্রিম নিয়ম বিধি”-এর আওতায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে গৃহ নির্মাণ/গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ/অগ্রিম এবং পূর্বের গৃহীত এতদসংক্রান্ত ঋণ/অগ্রিম পুনঃতফসিলের (Re-Schedule) সুবিধা গ্রহণে আগ্রহী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট হতে কোম্পানির নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহবান করা যাচ্ছেঃ

সাধারণ শর্তাবলীঃ

০১। দৈনিক/এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত/প্রেষণে কর্মরত/খন্ডকালীন চুক্তিতে আবদ্ধ/উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতীত আবেদনকারীর চাকরিকাল ০১-০৭-২০২৬ তারিখে নিরবচ্ছিন্নভাবে ন্যূনতম ০৫ বছর এবং সর্বোচ্চ ৫৬ বছর বয়স হলে তিনি ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন অর্থাৎ অবসর-উত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যাওয়ার ০৩ (তিন) বছর পূর্ব পর্যন্ত ঋণ/অগ্রিমের জন্য আবেদন করতে পারবেন। উল্লেখ্য, যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বয়স ০১-০৭-২০২৬ তারিখে ৫৬ (ছাপ্পান্ন) বছর পূর্ণ হয়েছে তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন।

০২। বিজিএফসিএল-এর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অন্যত্র প্রেষণে/ লিয়েনে/ শিক্ষাছুটিতে থাকলে বিজিএফসিএল-এ প্রত্যাবর্তনের পর উক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী এ নীতিমালার আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

০৩। দেশের যে কোন এলাকায় গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ ঋণ গ্রহণ করা যাবে। কেবলমাত্র নিজ আবাসিক প্রয়োজন মিটানোর জন্যই এ ঋণ প্রদান করা হবে। অত্র কোম্পানিতে কর্মরত আবেদনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বামী-স্ত্রী হলেও ভিন্ন জমির/বাড়ির/ফ্ল্যাটের মালিকানার বিপরীতে পৃথকভাবে এই ঋণ/অগ্রিম প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

০৪। গৃহ নির্মাণ/গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণের জন্য আবেদনকারীকে স্ব-স্ব বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঋণের টাকার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক নিম্নবর্ণিত নির্ধারিত এইচবিআর ফরম-এ (কপি সংযুক্ত) সংশ্লিষ্ট দলিল-পত্রাদির সত্যায়িত কপি সহ আবেদন করতে হবে:

ক) গৃহ নির্মাণের জন্য- এইচ.বি.আর. ফরম নং-৬(ক);

খ) জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য- এইচ.বি.আর. ফরম নং-৬(খ) এবং

গ) পুনঃতফসিলের জন্য- এইচ.বি.আর. ফরম নং-৬(গ)।

০৫। কর্মকর্তাদের জন্য গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ/অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সিলিং ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) মাসের মূলবেতন অথবা ৬০,০০,০০০.০০ (ষাট লক্ষ) টাকা-এর মধ্যে যা কম এবং কর্মচারীগণকে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) মাসের মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থ সর্বোচ্চ ৩০,০০,০০০.০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা ঋণ/অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বে যারা ঋণ/অগ্রিম গ্রহণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত ঋণের সার্ভিস চার্জসহ অপরিশোধিত অর্থ সমন্বয় সাপেক্ষে বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী অতিরিক্ত পাণ্ডা ঋণের অর্থ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে বন্ধককৃত গতি/জমি/ফ্ল্যাট-এর বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য গণ্যতব্য ঋণের

সামান্য আটকতই সব নতুন ও পুরনো বাকী বাকী অংশের বাকী হতে হবে। অগ্রিম/অগ্রিমের সমপরিমাণ বা তদুর্ধ্ব হতে হবে।

০৬। মঞ্জুরিকৃত ঋণ/অগ্রিম অংকের উপর ব্যাংক রেটের সমহারে সরল সুদ প্রযোজ্য হবে। সুদ হিসাব করা হবে প্রতি মাসের শেষ দিনের আসলের বকেয়া স্থিতির উপর।

০৭। গৃহ নির্মাণ/গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় ঋণ/অগ্রিম সমান দুই কিস্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথম কিস্তির টাকা অনুমোদিত/মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের অর্ধেক এর (৫০%) বেশি হবে না। গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত ঋণ/অগ্রিমের প্রথম কিস্তি গ্রহণের ১৩(তের)তম মাস হতে এবং জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ক্ষেত্রে অগ্রিমের সমুদয় টাকা পরিশোধের পরবর্তী মাস হতে মাসিক বেতন হতে কর্তনের মাধ্যমে আদায় করা হবে। কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ঋণের মূল অর্থ ২০০ (দুইশত) টি সমমাসিক কিস্তিতে এবং সার্ভিস চার্জ পরবর্তী ১০০ (একশত) টি সমমাসিক কিস্তিতে এবং কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ঋণের মূল অর্থ ১৬০ (একশত ষাট)টি সমমাসিক কিস্তিতে এবং সুদ পরবর্তী ৬০ (ষাট)টি সমমাসিক কিস্তিতে আদায় করা হবে।

০৮। আবেদনকারীর চাকরির মেয়াদকাল গৃহীত ঋণ/অগ্রিমের আসল/সুদের টাকা অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে অসম্মিত থাকলে ফাইনাল সেটেলমেন্ট একাউন্ট (FSA) তথা পেনশন/গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধার বিপরীতে পাওনা টাকা হতে গৃহীত ঋণ/অগ্রিমের অবশিষ্ট/অসম্মিত আসল/সুদের টাকা আদায়/সমন্বয় করা হবে।

০৯। আবেদনকারী যদি গৃহীত ঋণ/অগ্রিম পরিশোধের পূর্বে কোম্পানির চাকরি হতে পদত্যাগ করেন অথবা চাকরি হতে পদচ্যুত/বরখাস্ত/অপসারিত হন সেক্ষেত্রে তাঁর পেনশন/গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধার বিপরীতে প্রাপ্তব্য অর্থ হতে অপরিশোধিত ঋণের (সুদসহ আসল) টাকা আদায় করা হবে। যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানির নিকট হতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ হতেও সমন্বয় করা হবে। এরপরও ঋণ/অগ্রিমের টাকা পাওনা থাকলে তা ঋণ/অগ্রিমের জন্য ০২ (দুই) জন জামিনদার (Surety) এর নিকট হতে আদায় করা হবে। এছাড়া ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত ‘Memorandum of Deposit of Title Deeds’-এর ক্ষমতাবলে কোম্পানি বা উহার প্রতিনিধি বন্ধককৃত সম্পত্তি বিক্রয় করে পাওনা অর্থ আদায় করতে পারবে।

১০। ঋণের অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরিকৃত ঋণের সমপরিমাণ অর্থের জন্য এইচ.বি.আর. ফরম নং-৯ (Surety Bond) অনুযায়ী সমপদমর্যাদা বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদাসম্পন্ন ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যক্তিগত নিশ্চয়তাপত্র দাখিল করতে হবে। গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদানকারী যদি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন অথবা চাকরিচ্যুত, বরখাস্ত বা অন্য কোন কারণে চাকরি ত্যাগ করেন অথবা মৃত্যুবরণ করেন সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণকারীকে নিজ দায়িত্বে নতুন করে ব্যক্তিগত নিশ্চয়তাপত্র দাখিল করতে হবে।

১১। কোন কারণে ঋণ গ্রহণকারীর বেতন স্থগিত থাকলে নির্ধারিত কিস্তিসমূহ পরবর্তী সম্পূরক বিল হতে এককালীন কর্তন করা হবে। যদি বিনাবেতনে ছুটিতে থাকেন তবে সে সময়ের জন্য কিস্তির টাকা নগদ অর্থে আদায় করা হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে কিস্তির টাকা নগদ অর্থে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের জামিনদার (Surety)-এর নিকট হতে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আদায় করতে পারবে।

১২। কোম্পানির নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ৩১-০৭-২০২৬ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

১৩। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী গত অর্থবছরে ঋণের জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু আবেদন বিবেচিত হয়নি তাদেরকে পুনরায় আবেদন করতে হবে। কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী একই অর্থবছরে একাধিক ঋণ/ অগ্রিমের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। একাধিক আবেদন করলে সকল আবেদনই বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৪। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ঋণ মঞ্জুরী সীমাবদ্ধ থাকবে। কোম্পানি কর্তৃক গঠিত এ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুর করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণঃ

১৫। ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে ঋণ/অগ্রিম গ্রহীতাকে প্রথম কিস্তির অগ্রিম প্রদান করা হবে যার পরিমাণ তাঁর (ঋণ গ্রহীতার) গ্রাচুইটি/পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের নিজস্ব চাঁদার সমপরিমাণ হবে এবং যা কোনো ভাবেই তার (ঋণগ্রহীতার) অনুমোদিত/মঞ্জুরিকৃত অগ্রিমের টাকার অর্ধেকের বেশি (৫০%) হবে না। তবে, সরকারি যে কোনো সংস্থার ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফ্ল্যাট ক্রয় ও প্রাথমিক আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য ঋণ/অগ্রিমের সমুদয় টাকা চেকের মাধ্যমে ঋণ/অগ্রিম প্রাপ্ত ব্যক্তির নামে এককালীন প্রদান করা যাবে। পরবর্তীতে, এ সংক্রান্ত সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব ঋণ/অগ্রিম গ্রহীতাকে এককভাবে বহন করতে হবে।

১৬। ঋণ গ্রহীতা যে ফ্ল্যাটটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক তা সকল প্রকার দায়ভারমুক্ত (Free from any Encumbrance) হতে হবে। বায়নানামায় উল্লিখিত ফ্ল্যাটের প্রকৃত মূল্য এবং বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে যা কম (Whichever is less) তা ঋণ/অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হবে। প্রথম কিস্তির টাকা প্রাপ্তির পর অনধিক ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ফ্ল্যাট ক্রয়ের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করে ঋণ/অগ্রিমের অবশিষ্ট অর্থ (Balance Amount) গ্রহণ করতে হবে।

১৭। ফ্ল্যাট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোম্পানির নির্ধারিত ফরমে (এইচবিআর ফরম-৬.খ) আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে ফ্ল্যাট বিক্রেতার মালিকানা স্বত্বের (ঋণ গ্রহীতার নিকট যে ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে) দলিল পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি এবং বায়নানামা দাখিল করতে হবে।

১৮। ফ্ল্যাট বিক্রেতা, ক্রেতা এবং কোম্পানির মধ্যে এইচবিআর ফরম-৭ অনুযায়ী একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন (Executed) করতে হবে। যদি সরকারি সংস্থা হতে ফ্ল্যাট ক্রয় করা হয়, সেক্ষেত্রে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরিবর্তে এইচবিআর ফরম-৮ অনুযায়ী কোম্পানি এবং ঋণ/অগ্রিম গ্রহীতার মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

১৯। ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী অগ্রিমের ২য়/চূড়ান্ত কিস্তির লেনদেনের অর্থ (Final Amount) ক্রস চেকের মাধ্যমে কোম্পানির একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Authorised Officer) কর্তৃক ফ্ল্যাট বিক্রয়ের দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় ঋণ গ্রহীতার পক্ষ হতে সরাসরি ফ্ল্যাট বিক্রেতাকে প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে, ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের পরে মূল দলিল উত্তোলনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে ইস্যুকৃত রশিদ কোম্পানির ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রহণ করা হবে, যা জামানত হিসেবে কোম্পানিতে সংরক্ষিত থাকবে। তবে, ঋণ/অগ্রিম গ্রহীতা ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের পর মূল দলিল উত্তোলনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে ইস্যুকৃত রশিদ ও দলিলের নকল (Certified Copy) কোম্পানিতে দাখিল করলে ঋণ/অগ্রিম গ্রহীতার নামে ঋণ/অগ্রিমের অবশিষ্ট অর্থ চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

২০। ফ্ল্যাট বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার ৩(তিন) সপ্তাহের মধ্যে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক দলিলের সত্যায়িত কপি নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প এইচবিআর ফরম-৩ অনুযায়ী সমতুল্য বন্ধক দলিল (Equitable Mortgage) সম্পাদনপূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। সমতুল্য বন্ধক দলিল সম্পাদনের নিমিত্তে দলিলের নকল (Certified Copy) গ্রহণের জন্য যে খরচ/ব্যয় হবে তা ঋণ/অগ্রিম গ্রহীতা বহন করবেন।

২১। ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণের প্রথম কিস্তির টাকা গ্রহণের ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ফ্ল্যাট ক্রয়ের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন সাপেক্ষে ২য়/অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণে ব্যর্থ হলে প্রথম কিস্তিতে প্রদত্ত অর্থ এককালীন ফেরৎ প্রদান করতে হবে। অন্যথায় উক্ত অর্থ মোট ঋণ/অগ্রিম হিসেবে বিবেচনা করে ৬(ছয়) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী মাস হতে কর্তন শুরু হবে। এককালীন ফেরত প্রদানে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে আর কোনো ঋণ/অগ্রিম মঞ্জুর করা হবে না।

ঋণ পুনঃতফসিলকরণঃ

২২। নির্মিত/নির্মাণাধীন গৃহের নবসজ্জা/সম্প্রসারণ/মেরামত/পুনঃনির্মাণ বা ফ্ল্যাট সংস্কার ও বাসোপযোগী করার জন্য অতিরিক্ত ঋণের প্রয়োজন হলে, পদোন্নতি, উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তি অথবা গহনির্মাণ ঋণের সিলিং বৃদ্ধির কারণে পর্বে গৃহীত ঋণের সার্ভিস চার্জসহ

অপরিশোধিত অর্থ বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী সমন্বয় সাপেক্ষে অতিরিক্ত প্রাপ্য ঋণের অর্থ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে, কর্মকর্তাগণের ঋণ/অগ্রিমের টাকা গ্রহণের পরবর্তী মাস হতে মাসিক কিস্তি আদায়যোগ্য হবে। তবে, কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী কার্যকর হবে।

২৩। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর পূর্বে গৃহীত ঋণ/অগ্রিমের টাকা আসল ও সুদসহ পরিশোধ হওয়ায় বন্ধকী মূল দলিলসহ কাগজ-পত্রাদি উঠিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁরা নতুন সম্পদ বন্ধক রেখে ঋণ/অগ্রিম পুনঃতফসিরের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তাঁদেরকে নতুন করে জমির দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্রের সত্যায়িত কপিসহ আবেদন করতে হবে।

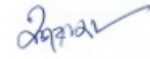
২৪। ঋণ/অগ্রিম পুনঃতফসিল (Re-schedule)/সমন্বয়ের ক্ষেত্রে গৃহীত গৃহনির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ/অগ্রিমের বিপরীতে পূর্বে প্রদর্শিত সম্পদের মূল্যায়ন (Valuation) নতুন বরাদ্দকৃত অর্থের সমপরিমাণ অথবা বেশি হতে হবে। যদি সম্পদের বর্তমান মূল্যায়ন (Valuation) বরাদ্দকৃত অর্থের সমপরিমাণ না হয়, এক্ষেত্রে কোম্পানির নিকট সম্পদের পুনঃমূল্যায়ন (Re-Valuation) সনদ দাখিল বা নতুন সম্পদ বন্ধক রাখতে হবে।

২৫। গৃহ নির্মাণ ঋণ পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে ঋণ/অগ্রিমের জন্য মঞ্জুরীকৃত টাকা হতে পূর্বের ঋণের অপরিশোধিত সুদ (যদি থাকে) সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট টাকা সুদ আরোপযোগ্য আসল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং পূর্বের ঋণের অপরিশোধিত সুদ পুনঃতফসিলকৃত ঋণের ক্রমপুঞ্জিভূত সুদের সাথে যোগ হবে।

সংযুক্তিসমূহঃ

- (১) এইচ.বি.আর. ফরম নম্বর-৬(ক)
- (২) এইচ.বি.আর. ফরম নম্বর-৬(খ)
- (৩) এইচ.বি.আর. ফরম নম্বর-৬(গ)

সংযুক্তি: ৩ প্রস্থ সংযুক্ত।



০১-০৭-২০২৬

দীল আফরোজা

উপমহাব্যবস্থাপক (ওয়েলফেয়ার)

বিতরণ: জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

- ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিজিএফসিএল।
- ২। মহাব্যবস্থাপক(সকল), বিজিএফসিএল।।
- ৩। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক/ ফিল্ড ইনচার্জ-অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে অবহিত করার জন্য অনু রোধ করা হলো।
- ৪। ব্যবস্থাপক(সকল), বিজিএফসিএল।
- ৫। সকল উপব্যবস্থাপক/সহকারী ব্যবস্থাপক/সহকারী কর্মকর্তা, বিজিএফসিএল।।

